

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ১৬, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৬(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩০ ফাল্গুন, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৩ মার্চ, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৮

অধ্যাদেশ নং ০৬, ২০০৮

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইপূর্বক সুপারিশ করিবার জন্য একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইপূর্বক সুপারিশ করিবার জন্য একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সম্ভাব্যজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

(১৪৮৩)

মূল্য ৪ টাকা ৪.০০

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

- (ক) “আপীল বিভাগ” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ;
- (খ) “উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” অর্থ কমিশনের সুপারিশ রাষ্ট্রপতির নিকট প্রদান করিবার জন্য Rules of Business, 1996 অনুযায়ী যে মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তরের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, উক্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর;
- (গ) “কমিশন” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কমিশন;
- (ঘ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;
- (ঙ) “প্রবিধান” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
- (চ) “বিধি” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;
- (ছ) “সদস্য” অর্থ কমিশনের সদস্য;
- (জ) “সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদ” অর্থ আপীল বিভাগের বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক এবং হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক এর পদ;
- (ঝ) “হাইকোর্ট বিভাগ” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

৩। কমিশন প্রতিষ্ঠা।—(১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইপূর্বক রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিবার জন্য একটি কমিশন, যাহা সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন নামে অভিহিত হইবে, এতদ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হইল।

(২) কমিশন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

- (ক) প্রধান বিচারপতি—চেয়ারম্যান ;
- (খ) মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়—সদস্য;

- (গ) আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারক—সদস্য;
- (ঘ) আপীল বিভাগের কর্মে দ্বিতীয় প্রবীণতম বিচারক—সদস্য;
- (ঙ) অ্যাটর্নি-জেনারেল—সদস্য;
- (চ) সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য—সদস্য;
- (ছ) সংসদের বিরোধীদলের নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য—সদস্য;
- (জ) সভাপতি, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন—সদস্য;
- (ঝ) সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়—সদস্য-সচিব।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত সদস্যগণের মধ্যে কাহারো যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক সুপারিশের জন্য বিবেচিত হইবার প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত সদস্য সংশ্লিষ্ট সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৪) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কমিশনের কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “ব্যক্তিগণ” অর্থে সংশ্লিষ্ট পদে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন; এবং যেক্ষেত্রে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারক প্রধান বিচারপতি হিসাবে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, সেইক্ষেত্রে আপীল বিভাগের পরবর্তী প্রবীণতম বিচারকদ্বয় উক্ত বিভাগের কর্মে যথাক্রমে প্রবীণতম ও দ্বিতীয় প্রবীণতম বিচারক হিসাবে গণ্য হইবেন।

৪। কমিশনের সভা।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য কমিশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কমিশনের এক বা ততোধিক সদস্যবৃন্দের অনুপস্থিতির কারণে সভা আহ্বান করিতে বাধা থাকিবে না এবং অনুষ্ঠিত সভার কার্যক্রম অবৈধ হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, অন্যান্য পাঁচ জন সদস্য উপস্থিত না থাকিলে কমিশনের সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে না।

(৫) প্রতি ছয় মাসে কমিশনের অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৬) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধপ্রাপ্ত হইলে, চেয়ারম্যান তদুদ্দেশ্যে অবিলম্বে কমিশনের সভা আহ্বান করিবেন।

(৭) কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করিবে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে কমিশনের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত হইবে, তবে সিদ্ধান্তের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান বা সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) চেয়ারম্যান, আবশ্যক হইলে, কমিশনের কোন সভায় সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে পরামর্শ করিবার জন্য উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

৫। কমিশনের কার্যাবলী ও বাছাই পদ্ধতি।—(১) কমিশন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাইপূর্বক রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিবে।

(২) কমিশন প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দুই জন ব্যক্তিকে বাছাইপূর্বক সুপারিশ করিবে।

(৩) কমিশন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশ করিবার জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করিবার পূর্বে কমিশনের সভায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপযুক্ততা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবে।

(৪) কমিশন যে পদে নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে উক্ত পদের জন্য উক্ত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও সার্বিক উপযুক্ততার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবে।

(৫) কমিশন আপীল বিভাগে বিচারক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জ্যেষ্ঠতা, বিচারিক দক্ষতা, সততা ও সুনামসহ অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়াদি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবে।

(৬) কমিশন হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, সততা ও সুনামসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবে।

(৭) কমিশন উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৮) কমিশন সুপারিশের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই করিবার লক্ষ্যে আবশ্যিক হইলে, মতামত বা পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে কমিশনের সভায় আমন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৯) কমিশন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তিকে সুপারিশ করিবার জন্য বাছাই করিবার ক্ষেত্রে কমিশনের সভায় অনুষ্ঠিত আলোচনার সারার্প ও গৃহীত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং কমিশনের সভায় উপস্থিত সকল সদস্য কর্তৃক উহা স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৬। কমিশনের প্রস্তাব উপস্থাপন।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন আপীল বিভাগের বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক এবং হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নামসমূহের প্রস্তাব আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে কমিশনে উপস্থাপন করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নামসমূহ প্রস্তাব করিবার ক্ষেত্রে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে অন্যান্য তিনটি এবং অনূর্ধ্ব পাঁচটি নাম প্রস্তাব করিতে হইবে।

(৩) কমিশন আবশ্যিক মনে করিলে উহার সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তাবিত নামের অতিরিক্ত নাম প্রস্তাব করিবার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করিতে পারিবে অথবা সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তাবিত নামের বাহিরেও উপযুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে বাছাই করিতে পারিবে।

৭। সুপারিশ প্রেরণ পদ্ধতি।—কমিশন রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিতব্য উহার সুপারিশ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী উহা প্রয়োজনীয় কার্যার্থে রাষ্ট্রপতির নিকট অগ্রায়ন করিবে।

৮। কমিশনের ক্ষমতা।—(১) কমিশন প্রবিধান দ্বারা, এবং প্রবিধানের অবর্তমানে আদেশ দ্বারা, উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশন, সংবিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের জন্য সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতার অতিরিক্ত যোগ্যতা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৯। রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা।—(১) রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদান করিয়া থাকিবেন।

(২) কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশের সহিত দ্বিমত পোষণ করিলে তিনি সুপারিশটি পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ সহকারে কোন সুপারিশ ফেরত প্রাপ্তির পর কমিশন দ্রুত সুপারিশটি পুনর্বিবেচনা করিবে এবং সংশোধিত সুপারিশ, কিংবা যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক পূর্বের সুপারিশ, রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করিতে চাইলে যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১০। বিশেষ বিধান।—(১) এই অধ্যাদেশে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে কমিশন সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারকগণের মধ্য হইতে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করিবে, সেই ক্ষেত্রে একটি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারকগণকে হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী বিচারক হিসাবে নিয়োগ প্রদানের জন্য কমিশনের সুপারিশ পুনরায় আবশ্যক হইবে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারকগণের মধ্য হইতে হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী বিচারক পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করিবার ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, পেশাগত সততা ও সুনামসহ সার্বিক উপযুক্ততা বিশেষভাবে বিবেচনা করিবে এবং বিবেচনায় কোন অতিরিক্ত বিচারক স্থায়ী বিচারক হিসাবে নিয়োগ লাভের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে কমিশন তাঁহাকে সুপারিশ করা হইতে বিরত থাকিবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক আপীল বিভাগে কিংবা হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসাবে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করিবার ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের সাধারণ বিধানাবলী যথারীতি প্রযোজ্য হইবে।

১১। বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যান, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, লিখিত আদেশ দ্বারা যে পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন কমিশন উহার কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

রষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখ : ৩০-১১-১৪১৪ বঙ্গাব্দ
১৩-০৩-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল

ভারপ্রাপ্ত সচিব।